মাংসখেকো গাছ

মাংসভোজী গাছ। টারজান সিনেমায় মানুষ দেখেছে এর কুৎসিত হৃৎপিন্ড-কাঁপানো রূপ। কিন্তু সত্যিকারভাবে আমরা কেউই জানি না কী এই মানুষখেকো গাছ। আসলেই কি এটা মানুষখেকো? সুন্দর সুন্দর ফুলে ভরা এই গাছগুলিকে দেখে অবশ্য মোটেই ভয় পেতে B‡"Q করে না...

লিখেছেন **কণিকা বিশ্বাস**

অন্ধকার ঘন জঙ্গল। চারদিকে নিস্তব্ধতা। এরই মধ্যে পথ হারানো এক ট্র্যাকার হঠাৎ করেই অনুভব করলেন তার চারপাশে অদ্ভুত নড়াচড়া। কিছু লতাপাতা আর গাছের ডালপালা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এক পর্যায়ে সমস্ত ডালপালা এগিয়ে দিয়ে হতভাগ্য মানুষটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরে। এরপর নিজের শিকড়ের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে শিকারের শরীরের সমস্ত জীবনীশক্তি শুষে নেয়।

যেকোনো ধরনের মেইনস্ট্রিম হলিউডি 'হরর' ছবিতে 'কারনিভোরাস ট্রি' বা মাংসভোজী গাছের এই ভয়াবহ ছবি, আরো ভয়াবহ করে উপস্থাপন করা হয়। 'কারনিভোরাস' শব্দটির মধ্যেই একটা ভয়ের ব্যাপার আছে। তাই বিদেশী সিনেমা বা রূপকথায় শোনা এই অদ্ভুত হিংস্র গাছ নিয়ে মানুষের মনে অনেক রহস্যময় ধারণা তৈরি হয়ে আছে। সত্যিই কি একটি গাছ মানুষ খেয়ে ফেলে বা নড়াচড়া করতে পারে? তাদের সঙ্গে আকার বা বৈশিষ্ট্যে সাধারণ গাছের কোনো পার্থক্য আছে?

প্রশ্নগুলোর উত্তরে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা একদিকে মানুষের অতি আগ্রহকে হতাশ করেছেন। অন্যদিকে রক্ষা করেছেন পৃথিবীর অদ্ভুত এই প্রাণী বৈচিত্র্যকে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে একটি ধারণায় এসেছেন যে, মাংসভোজী গাছ অবশ্যই একধরনের শিকারি প্রজাতির উদ্ভিদ। যারা শিকারকে প্রথমে ফাঁদে ফেলে হত্যা করে এবং তারপর নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে মৃত জন্তুকে এক সময় হজম করে ফেলে। কিন্তু কোনো গাছই মানুষখেকো নয়। যেমনটা সায়েন্সফিকশন ছবিতে দেখানো হয়। কোন গাছের মানুষকে ফাঁদে ফেলার ক্ষমতা নেই। কোনো কোনো দৈত্যাকৃতির ট্রপিক্যাল (পিচার প্ল্যান্ট) কলস গাছ ছোট ছোট উভচর প্রাণীকে ফাঁদে আটকাতে পারে। কিন্তু তাদেরও খাবার সাধারণ পোকামাকড়। মালয়েশিয়ায় জন্মানো এ ধরনের বিশাল অ্যারাম জাতীয় গাছটির নাম 'ডেভিলস টাঙ্গ বা শয়তানের জিহ্বা'। এই গাছে ৮ ফুট লম্বা একটি ডাটার ওপর একটি গাছ রয়েছে। ফুল ফোটে। যার বৃন্ত থাকে ফুলদানি আকারের। এর উচ্চতাও ৪ ফিটের কাছাকাছি। বৃন্তটির ব্যাসার্ধ ৪ মিটার। গোটা ফুলটা বের হয় ৬ ফিট ব্যাসার্ধ এবং ১০০ পাউন্ড ওজনের টিউবের ভেতর থেকে। যদিও আকারে বিশাল ও ভয়ঙ্কর। কিন্তু কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত এর ভোগে লাগেনি। তবে এই গাছের অদ্ভুত নেশা ধরানো গন্ধ থেকে মানুষকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করা উচিত।

একটি গাছকে কারনিভোরাস হতে হলে অবশ্যই দুটো বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

১. তাকে অবশ্যই মৃত পশুদের শরীর থেকে পুষ্টি নিতে হবে এবং অবশ্যই এমন কিছু উপায় বেছে নিতে হবে, যাতে সে তার জৈবিক কাজগুলো করতে পারে। যেমন, আকৃতিতে বড় হওয়া, প্রজনন ও জন্ম বিস্তার করার ক্ষমতা এবং বীজ তৈরি করা।

২. এর অবশ্যই কিছু আনইকুইভোকাল অ্যাডাপটেশন কিংবা জৈবিক উপাদান বিভাজন পদ্ধতি থাকতে হবে। যার প্রাথমিক কাজ হবে সক্রিয় আকর্ষণ শক্তি তৈরি করা। দ্বিতীয়ত হজম উপযুক্ত শিকার ধরা। সব শেষে শিকারকে নিজের শরীরের কাজে লাগানো।

মধুর লোভ দেখিয়ে কাছে ডাকে 'সানডিউ'

সাধারণত এই অদ্ভুত স্বভাবের কারণে মাংসাশী গাছগুলো জীবন ধারণের জন্য কিছু জায়গা বেছে নিয়েছে। বেশিরভাগ সময় দেখা

যায় যে, অনুর্বর, অপুষ্ট মাটি, অ্যাসিড সমৃদ্ধ ভূ-পৃষ্ঠ এবং চুনাপাথরযুক্ত পাহাড়ের খাঁজে এরা ভালো জন্মে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে ৬০০ প্রজাতির মাংসভোজী গাছ আছে। যাদের বেশির ভাগ খুব সুন্দর ও লোভনীয় চেহারা আর গড়নের। মোটেও হরর ছবির রাক্ষুসে গাছগুলোর মতো নয়। বরং এদের যত্নআত্তি করে বাগান বা বাড়ির টবে লাগানো যায়।

মাংসভোজী গাছকে প্রধানত দুই ধরনে ভাগ করা যায়। একটি প্রত্যক্ষ ফাঁদযুক্ত গাছ অন্যটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ ফাঁদে থাকে প্রাণী হজমের জন্য কিছু ডাইজেস্টিভ এনজাইম। ফাঁদের ভেতরই এরা আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে যা শিকারকে ধীরে ধীরে হজম উপযোগী

fZ‡o †Pnvivi পিচার প্ল্যান্ট

করে তোলে। আর ক্লাসিক ধরনের পরোক্ষ ফাঁদগুলোর শারীরিক বৈশিষ্ট্য খুবই চমৎকার। যেমন : কলস গাছগুলো। এদের থাকে কলসের মতো লম্বা পাতা, যেখানে থাকে পিচ্ছিল দেয়াল ও চুলের মতো নিম্নগামী শুঁড়। একবার এর ভেতর কোনো দুর্ভাগা পতঙ্গ পড়লে, সোজা নিচের এনজাইম রস ভর্তি জায়গায় চলে যায়। কলস ছাড়া অন্য নামকরা পরোক্ষ ফাঁদের গাছগুলো হচ্ছে ফ্লাইফেপার বা সানডিউ, বাটারওয়াটস। এদের সবার পাতা ঘন আঠালো, সুচের মতো চুল এবং থকথকে রসের প্রলেপ দেয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে মাংসাশী ও অমাংসাশী গাছে কোনো তফাৎ পাওয়া যায় না। কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নয়, বরং কিছু লক্ষণ দিয়ে এই গাছগুলোকে আলাদা করা যায়।

১. পিচার প্ল্যান্ট : উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার অনুর্বর অ্যাসিডিক মাটিতে জন্মে। এ ছাড়াও এশিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মে।

২. হোয়াইট মিল্কউড : দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে হয়। সবুজ-সাদা রঙের ফুলের অদ্ভুত

শিকারকে মরণ ফাঁদে ফেলা পিচার প্ল্যান্ট

উর্বর মাটির মাছি ধরা ফাঁদ ভেনাস ফ্লাইট্রাপ

গন্ধ পোকা-মাকড়কে আকৃষ্ট করে। বর্তমানে এটা খুবই বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে।

৩. সানডিউ : পাতা ও ফুলের ওপর আঠালো বড় চুলের মতো কাঁটা থাকে। ফুল থেকে মিষ্টি মধুর মতো আঠা বের হয়, যা ওপর থেকে শিশিরের মতো দেখায়। এই মধু খেতে পোকা ফুলের উপর বসে এবং আটকে যায়। এই প্রজাতির সবচেয়ে বড় গাছ হচ্ছে রোনিডিউলা। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে এই মাংসভোজী গাছটি। ২ মিটার লম্বা এই গাছটি ছোটখাট পাখিও খেয়ে ফেলতে পারে।

ভেনাস ফ্লাইট্রাপ : গাছের মূলত মানুষ বা পশুর মতো মস্তিষ্ক নেই। কিন্তু তারপরও এই গাছটির আচরণ বিজ্ঞানীদের অবাক করেছে। এই গাছের আছে দ্রুত নড়াচড়ার অদ্ভুত ক্ষমতা। ভেনাস প্রত্যক্ষ ফাঁদের সবচেয়ে নামকরা উদাহরণ। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনার সংযোগস্থলে এদের আবাস। এই গাছটির পাতায় দুটি ব্লেড আছে। ব্লেডের দু'পাশে থাকে অসংখ্য সুঁচালো কাঁটা। ব্লেডের ভেতরে কোনো পতঙ্গ পড়া মাত্র ঠাস করে বন্ধ হয়ে যায়। পাতার ওপরে তিনটি ব্রাশের মতো চুল আছে, যা খুবই সংবেদনশীল। তবে শুধুমাত্র একটি চুলে স্পর্শ করলে ব্লেড বন্ধ হয় না। একটি চুল দুইবার বা দুটি চুল একসঙ্গে স্পর্শ করলেই কেবলমাত্র এই মেকানিজম কাজ করবে। এর ফলে কোনো পাথর বা নিষ্প্রাণ জিনিসএর ভেতরে পড়লেও তখন ব্লেড বন্ধ হয় না। একবার আটকে ফেলার পর আস্তে আস্তে পরিপাক রস এসে পোকাটিকে হজম করতে থাকে। ভেনাস হচ্ছে সেই গাছ, যে উর্বর মাটিতে টিকে আছে এবং মাটি থেকে আলাদা করে নাইট্রোজেনও নিচ্ছে।

মিমোসা পিউডিকা : এটা প্যানট্রপিক্যাল গাছ। একধরনের লজ্জাবতী ঔষুধি। একে একবার স্পর্শ করলে শিকড়সুদ্ধ পাতাগুলো গুটিয়ে নিচের দিকে চলে যায়। এই গাছগুলো বিখ্যাত তাদের দ্রুত মুভমেন্ট ও শিকারকে দ্রুত শুকিয়ে ফেলার জন্য।

ব্লাডার ওয়ার্টস : এটা সত্যিকার ফাঁদ। পানিতে ভেসে থাকে এই গাছটি। সরু সরু ডালের মতো জিনিসে হাজার হাজার সূক্ষ্ম ও সুন্দর ফাঁদ থাকে, যা সবচেয়ে দ্রুত শিকার আটকে ফেলতে পারে। প্রতিটি ফাঁদের দরজা থাকে ভেতরমুখী। মুখের চারপাশে থাকে ব্রাশের মতো চুল। একবার এর কাছে এলে খপ করে শিকার ধরে ভেতরে ঠেলে দেয়। তারপর ভেতরে চলে যাওয়া পানি ব্লাডারের মতো বের করে দেয়। এরপর শিকারকে প্রথমে চাপ দিয়ে মেরে ফেলে। তারপর শুরু হয় হজম প্রক্রিয়া।

পৃথিবীর সমস্ত মাংসাশী গাছগুলো কম বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু তাদের সিনেমাতে যেমনটি দেখানো হয় মাংসাশী গাছগুলোতে সে ধরনের হিংস্রতা নেই, ওদের সবচেয়ে ভয়ের জায়গাটি হলো এর গন্ধ। এদের গন্ধ বা হজমি রস কখনো কখনো চামড়া বা চোখের জন্য মারাত্মক হতে পারে। তবে সাধারণভাবে এই গাছগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাদের সুন্দর আকৃতি ও ফুলের জন্য। যেমন ক্যাকটাস। তাই এদের ওপর ভ্রান্ত ধারণাবশত ধ্বংস না করে এই বিরল প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা উচিত। কারণ ইতিমধ্যে কিছু কিছু গাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে।